নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১৮)

জনৈক ভদ্রলোক একদিন সকাল বেলায় এসে রামকৃষ্ণদেবকে প্রশ্ন করলেন— ''হ্যাঁ হে, তুমি কি জান, এ মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুর কোথায় থাকে?''

রামকৃষ্ণদেব বললেন— ''কেনগো, এত ভোরের বেলায় পুরুৎঠাকুরের কি দরকার পড়ল? আর দরকার পড়লেও তো তিনি অন্য কোন জায়গায় পুজো করবার জন্য যান না— তিনি শুধু এই ঠাকুরের পুরুৎঠাকুর, অন্য কোন ঠাকুরের পুজো করেন না। আপনি যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে কি পাওনা-থোওনা একটু বেশী আছে?''

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

আগন্তুক ঝাঁঝাল সুরে বললেন—''তোমার অত কথার দরকার কি? তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি, তারই উত্তর দাও।'' মনে মনে বললেন 'রাণী রাসমণি দেখছি মন্দিরটিকে একটি গোয়ালঘর বানিয়েছেন— যতসব গেঁয়ো লোককে এখানে এনে জুটিয়েছেন।'

রামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন—''আমাকে তো না শুধোলেই পারতে বাপু, আমারই কাছে তার খবর নিচ্ছ, আবার আমি কিছু জিজ্ঞেস করলেই চটে যাচ্ছ— তিনি কোন গোয়ালে গরু বাঁধছেন তা, আমিই বা কেমন করে জানব? কেষ্টঠাকুরও তো গরু চরাতেন, যীশুখ্রীষ্টও তাই— ওসব কেষ্টবিষ্টুর খবর আমি কি জানি?''

ভদ্রলোক বললেন, ''গেঁয়ো হলে কি হবে— তোমার কথার মার-প্যাঁচ তো খুবই দেখি হে! এখন আসল কথাটার উত্তর দেবে কি?''

রামকৃষ্ণদেব সরল হাসি ছড়িয়ে বললেন — ''কেন তা বলব বাপু, রাজবাড়ীতে এসে দেউড়ীকেই যদি চটিয়ে দিলে, তবে রাজবাড়ীতে ঢুকবে কেমন করে? রাজমন্দিরে এসে যদি, ফঠকবাজীই দেখালে তবে, দোরে সেঁদোবে কেমন করে? নকলকে বাদ দিলে কি আসল পাওয়া যায়?''

ভদ্রলোক বললেন, ''গেঁয়ো হলে কি হয়— ছোকরার কথার বাঁধন-ছাঁদন ভাল''— তাই এবার নরম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—''তোমার নাম কি? তুমি এখানে কি কাজ কর?''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''কি আর করব? খাই-দাই, বাঁশী বাজাই আর গরু চরাই—এখন তো দেখছি আপনি আসল কথা ভুলে গিয়ে আমার আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, গঙ্গাচান করতে এসে রঙতামাসায় ভুলে গিয়ে, গঙ্গাচানও বন্ধ হয়ে গেল— মায়ের লীলা বোঝা ভার''—

ঠিক এই সময়ে বিবেকানন্দও এসে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করে বললেন— ''আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না— আপনার ব্রহ্মময়ী মা কেমন করে ভোগের নৈবেদ্য তুলে খান, তাই দেখাতে হবে''—

রামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন— ''তোর খাওয়াপরা তোর বাড়ীর লোক ভিন্ন কেউ কি দেখতে পায়? মায়ের খাওয়া দেখতে গেলে মায়ের কচি ছেলে হতে হয়। তোকে দেখে হয়ত মা, লাজ পেয়ে সরে যাবে। দেখব বললেই কি দেখা হয়, মায়ের কোলের ছেলে হতে হবে। ওসব কথা যেখানে সেখানে কইতে নেই। এখানে পাঁচজন ভদ্রলোক আসে— মায়ের কথা মেয়ে না হলে বোঝা যায় না, বোঝানো যায় না। তাই বলছি, ওসব কথা এখন থাক; দেখছিস্ না একজন ভদ্রলোক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।''

বিবেকানন্দ ঝাঁঝাল সুরে উত্তর দিলেন— ''এখানে আপনার কাছে আবার ভদ্রলোক কোথা? গঙ্গাজলে স্নান করতে গেলে সবাইকে নগ্ন হতে হয়''—

এ কথায় আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈষৎ লজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে নরেনকে প্রশ্ন করলেন— ''এঁরই নাম কি রামকৃষ্ণ?''

বিবেকানন্দ বিস্মিত দৃষ্টি ফেলে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন— ''ও আপনি বুঝি এঁকে এর আগে কখনও দেখেননি, আর এখানে কখনও আসেন নি। সেইজন্যই উনি উপদেশ ছলে বলেন— কাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই, কে, কিভাবে আসে তা চেনা দায়। স্বয়ং ভগবান যে ভিখারীর বেশে গিয়ে স্বয়ং বলীরাজেরও দর্পচূর্ণ করেছিলেন। এঁরা এ জগতে নামেন পুলিশ মহলের গোয়েন্দাদের মত; সেদিন যেমন শুনলুম এক পুলিশ গোয়েন্দা পাগল সেজে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন— ছেলে মহলের দল তাকে পাগল

ভেবে, কেউবা তাকে গালাগালি দিচ্ছিল, কেউবা তাকে ঢিল মারছিল, পথের পথিক এক ভদ্রলোক গোয়েন্দাকে চিনতে পেরে, সেই যুবকের কানে ফিস্‌মন্ত্র দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গেল, অমনি তার পরের দিন দেখা গেল, সেই ভদ্রলোকটির ঘরে পুলিশ এসে খানাতল্লাসি আরম্ভ করল। সাধকগণের অবস্থা তাই। এঁরা কখন কিভাবে থাকেন বোঝা যায় না, পাগল ভেবে যারা অপমান করে বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কাছ থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আসে।

আগন্তুক বিবেকানন্দের কথা শুনে খানিকটা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়ে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করে বলে যেতে লাগলেন—''আপনি আমার অপরাধ নেবেন না— না চিনলেও কাউকে অভদ্র-কথা বলতে নেই— এ শিক্ষাও যে, আজ এই প্রথম পেলুম তারজন্য আপনাকেও শত-সহস্র প্রণাম জানাচ্ছি আর ওঁকেও তাই দিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করুন।''

রামকৃষ্ণদেব বললেন, ''সেকি গো, না জেনে সাপের বিষ খেলেও কিছু কি হয় না? তুমি আবার কি অপরাধ করেছ? মানুষ কি কখনও অপরাধ করতে পারে? আমাদের কাছে পাপপুণ্য, সত্যি-মিথ্যে অপরাধ-ক্ষমা বলে কোন জিনিষই নেই, তবে আর তোমার অপরাধ কোথা বাপু। এখন ওসব কথা ছেড়ে দিয়ে, তোমার আসল কথা বল।''

ঠিক এই সময়ে গিরিশ ঘোষ এসে হাজির হয়ে ওঁর কথার পাড়নে উত্তর দিলেন— ''আমার কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, কেবল দিনান্তে একবারমাত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, আর আপনাকেই একমাত্র সাক্ষীসাবুদ রেখে দেশের লোককে জানান দেওয়া যে, আমিও নিশ্চয় রীতিমত দৈনিক পূজা পার্ব্বণ পালন করি, আমিও একজন সাধক বলে গণ্য। ফাঁকি দিয়ে কেমন করে ভগবান পাওয়া যায়, আমিই একমাত্র সাক্ষী। ধার করে চার আনার লটারীর টিকিট কিনে কেমন করে লক্ষ টাকার মালিক হতে পারে, আমিই তার একমাত্র দৃষ্টান্ত। আর সত্যিসত্যিই আমি এসব ফাঁকি দিয়েই পেয়ে যাই''— বিবেকানন্দ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে — ''দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন নজীর আছে?''

গিরিশবাবু হাসতে হাসতে বলে যেতে লাগলেন— ''একদিন আমি 'সীতার বনবাস' অভিনয়ে রামচন্দ্র সেজে, সত্যি সত্যিই সেই রামচন্দ্রের মতই হাজার হাজার দর্শকের প্রণাম পেয়েছিলাম; সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছিল সেই দিনই একজন বুড়ীকে নিয়ে — সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে একেবারে আমার সাজঘরে এসে আমার পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে প্রার্থনার সুরে বলে যেতে লাগল—— 'হে রামরঘুমণি, ওগো দশরথ-রাজপুত্র, হে জানকীবল্লভ, তুমি সীতাকে বনবাস দিও না— তুমি তাকে ঘরে আন, তুমি রাজার ছেলে, স্বয়ং ভগবান হয়ে, কেন লোকের কথা শোন? আমি বার বার বলছি, তুমি আমার সতীলক্ষ্মী মাকে রাজপুরীতে নিয়ে এসো— তুমি যদি সীতাকে বনবাস দাও তবে আজ আমি তোমার পায়েই মাথা খুঁড়ে মরব'।''

কথা শুনতে শুনতে, রামকৃষ্ণদেবের চোখেও অশ্রুর বন্যা দেখা দিল, আবেগ ভরে গিরিশকে চেপে ধরে প্রশ্ন করতে লাগলেন— ''বলিস্ কি গিরিশ, এমন প্রতিমাও তোর কাছে এসেছিল— তুই তাকে একদিন আমায় দেখাবি? আজ যে এ কথা শুনে তোকেও আমার প্রণাম করতে ইচ্ছা যাচ্ছে। আজ তোকে আমার একটা প্রণাম নিতেই হবে।''

এ কথায় গিরিশবাবু রামকৃষ্ণদেবের পায়ে আছাড় খেয়ে কেঁদে বলল— ''দোহাই দেবতা, দোহাই ঠাকুর আপনি আর আমায় অপরাধী করবেন না; আমি একজন সামান্য অভিনেতা মাত্র, আমি পাগল, আমি নেশাখোর, আমি এই মায়ার সংসারে একজন নগণ্য অপদার্থ হেয় মানুষ মাত্র, আমায় ক্ষমা করুন— আমি আর ও কথা বলব না। শুধু অভিনয়ের কথা তুলতে গিয়ে যদি আপনিও আমাকে নরকগামী করেন, তবে আমার আর স্থান কোথা?''

এ কথায় রামকৃষ্ণদেবের এক চোখে জল অন্য চোখে হাসি ফুটে উঠলো, হাসির চোখে ঝিলিক মেরে উঠলো বিদ্যুৎ, জলভরা চোখে ভেসে উঠল লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমা সুধা। এইরূপ অপূর্ব ভাবাবস্থায় তিনি ডান হাতে জড়িয়ে ধরলেন বিবেকানন্দের কোমর আর বাম হাতে জড়িয়ে ধরলেন গিরিশ কবির গলদেশ ও সঙ্গে সঙ্গে মা ভবতারিণীকে আহ্বান করে বলে যেতে লাগলেন— ''মা! মা! আজ তোর লক্ষ্মী-সরস্বতী বেঁধে ফেলেছি— তোর চরণে এদের গচ্ছিত রাখলুম। তুই এদের আরও শুদ্ধাভক্তি দে মা। এদের শিশুভাব দেখে তোরও চোখে আজ জল পড়ছে, তুই এদের জগৎ পূজ্য করে রাখিস্।''

আগন্তুক ভদ্রলোকটি এ রকম দেবভাবের মিলন-রহস্য দেখে একেবারে মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর চোখ বেয়ে কেবল জলের ধারা দেখা যাচ্ছিল। নিস্তব্ধ পাষাণ মূর্ত্তির সম অবস্থা দেখে রামকৃষ্ণ তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন— ''তোমার বাড়ীতে লেটো বলে এক চাকর আছে, সে তো তেমন কিছু কাজ করতে পারে না, তাকে তুমি আমার কাছে দিয়ে যেয়ো, ঘরে অমন অকেজো পূজারী রেখে লাভ কি? ওর নাম লাটু মহারাজ।''

ভদ্রলোকটি আরও একটু বিস্মিত আর ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে

উত্তর দিলেন, ''আমি কালই তাকে আপনার কাছে এনে দেব আপনি জগৎচিন্তামণি।''

ঠিক এই সময়ে মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠল— রামকৃষ্ণদেব নরেনকে ইশারায় বললেন — মায়ের ভোগের ও পুজোর সময় আজ তোকে একটা নূতন জিনিষ দেখাব— গিরিশের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করলেন— ''তোমার নামটা আজ কিন্তু বেলপাতায় লিখে শিবের মাথায় চাপিয়ে দেব।''

গিরিশ কবি বিস্মিত হাস্যে উত্তর দিলেন — ''মাথায় না দিয়ে পায়ে দিলে কি ভাল দেখায় না?'' উত্তর এল — ''নাগো, তুমি যে মায়ের মাথার মণি, পায়ে রাখলে মা যদি রাগ করে। যাকে, যেখানে রাখলে সাজে, মা আমার তা, সেখানে রাখে।'' **...ক্রমশঃ**